জান্নাত লাভের ১৭০ আমল

সংকলনে

মো: নুরুল ইসলাম (নয়ন)

সম্পাদনায়

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

এম.এম.এম.এ. ফার্স্ট ক্লাস।

মুহাদ্দিস: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোকিত প্রকাশনী

জান্নাত লাভের ১৭০ আমল

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ

মার্চ, ২০২১ ঈসায়ী

মুদ্রিত মূল্য

২৭২ টাকা।

পরিবেশক

মাতৃভাষা প্রকাশ
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান
Alokitoboibitan.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ

হাবিব বিন তোফাজ্জল

সূচিপত্র

বিষয় সমূহ **পৃষ্ঠা:**

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে কিছু কথা ১৯

জান্নাত লাভের আমল সমূহ

বিশুদ্ধ ঈমানের বিনিময়ে জান্নাত ৩০

শিরকমুক্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত ৪৩

রাসূল ﷺ এর দু'আর মাধ্যমে জান্নাত ৪৪

দ্বীনি ভাইদের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভ ৪৫

তাকওয়া অবলম্বনের বিনিময়ে জান্নাত ৪৬

ঈমান আনার পর নেক কাজের বিনিময়ে জান্নাত ৪৭

আল্লাহকে ভয় করার বিনিময়ে জান্নাত ৪৭

সালাত হেফাজতের বিনিময়ে জান্নাত ৪৭

ফজর ও আসর সালাতের হেফাজতকারীর জন্য জান্নাত	৪৯
দিনে রাতে ১২ রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত	৪৯
অধিক নফল সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত	৫১
তাহিয়্যাতুল অযুর দু'রাকআত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত	৫২
মহিলাদের মাত্র চার'টি কাজে জান্নাত	৫২
কোনো জায়গায় একাকী থাকলেও আজান ইকামত দিয়ে সালাত আদায়ে জান্নাত	৫৩
মুয়াজ্জিনের জন্য জান্নাত	৫৩
আযানের জবাব দেওয়ার বিনিময়ে জান্নাত	৫৪
অযুর দু'আ পাঠে জান্নাত	৫৫
মসজিদ বানানোর বিনিময় জান্নাত	৫৬
তিন বিশেষ ব্যক্তির জন্য জান্নাত	৫৭
জুম'আর সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত	৫৮
সালাতের কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণকারীর জন্য জান্নাত	৬০

প্রতি ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর জন্য জান্নাত	৬১
দান এবং ঋণ প্রদানের বিনিময়ে জান্নাত	৬১
সিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাত	৬৪
কবুল হজ্জের বিনিময়ে জান্নাত	৬৫
কুরআনের অনুসরণকারীর জন্য জান্নাত	৬৫
জিহাদকারীর জন্য জান্নাত	৬৬
মুহাজির ও আনসারদের অনুসরণকারীদের জন্য জান্নাত	৭২
পাঁচটি কাজে জান্নাত	৭৩
মুসলিম সমাজে ঐক্যবদ্ধ থাকার বিনিময়ে জান্নাত	৭৪
ইসলামের মূল বিধানগুলো মেনে চললে জান্নাত	৭৫
তিনটি কাজের বিনিময়ে জান্নাত	৭৬
ছয় ধরনের ব্যক্তির জন্য জান্নাত	৭৭
যেকোন দিনে চারটি আমল করতে পারলে জান্নাত	৭৮
৬টি কাজের বিনিময়ে জান্নাতুল ফিরদাউস	৭৯
সবরের বিনিময়ে জান্নাত	৭৯

গরীব ঈমানদার ধনী ঈমানদারদের পূর্বেই জান্নাতে যাবে	৮১
রাসূল ﷺ এর অনুসরণকারী জান্নাতি	৮২
বংশ নিয়ে অহংকার না করার বিনিময়ে জান্নাত	৮২
হিংসা মুক্ত থাকতে পারলে বিনিময় জান্নাত	৮৩
আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব না করলে জান্নাত	৮৫
লোকদের নিকট কিছু না চাইলে জান্নাত	৮৬
খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে জান্নাত	৮৭
সালামের প্রসারকারীর জন্য জান্নাত	৮৭
তিন শ্রেনীর মানুষ জান্নাতি	৮৮
ঋণমুক্ত ব্যক্তি জান্নাতি	৯০
ঝগড়া না করলে জান্নাত	৯১
তিনটি আমলে নিরাপদে জান্নাতে যাওয়া যাবে	৯১
তাহাজ্জুদ সালাতের বিনিময়ে জান্নাত	৯২
ছয়টি কাজের বিনিময়ে জান্নাত	৯৩
জিহবা ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারীর জন্য জান্নাত	৯৩

রাগ না করলে বিনিময়ে জান্নাত	৯৪
রাগ দমনের বিনিময়ে জান্নাত	৯৪
লজ্জার বিনিময়ে জান্নাত	৯৫
উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে জান্নাত	৯৫
সত্যবাদিতার বিনিময়ে জান্নাত	৯৭
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিলে জান্নাত	৯৮
রুগী দেখতে যাওয়ার বিনিময়ে জান্নাত	৯৯
শরিয়াতের হালাল হারাম মেনে চললে জান্নাত	১০১
স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম বিনিময়কারিনী জান্নাতি	১০১
বেচা-কেনা, বিচার ফয়সালায় সহজতা অবলম্বন করলে জান্নাত	১০৩
ন্যায় বিচারক জান্নাতি	১০৩
উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন করে নিলে জান্নাত	১০৪
কন্যা সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করাতে জান্নাত	১০৪
পিতা মাতার সেবার বিনিময়ে জান্নাত	১০৫

কন্যা সন্তান বা বোনকে যথার্থ প্রতিপালনের বিনিময়ে জান্নাত	১০৬
ইয়াতিমের লালন-পালনের বিনিময়ে জান্নাত	১০৭
কোনো প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিনিময়ে জান্নাত	১০৮
যার শেষ বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে সে জান্নাতে যাবে	১০৯
মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন করালে বিনিময়ে জান্নাত	১০৯
যে ব্যক্তির জানাযায় তিন কাতার লোক হয় তার জন্য জান্নাত	১১১
অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি জান্নাতি	১১১
সন্তান বা আপনজনের মৃত্যুতে সবরের বিনিময়ে জান্নাত	১১২
ইলম অর্জনের বিনিময়ে জান্নাত	১১৬
আল্লাহর কাছে দিনে তিনবার জান্নাত চাওয়ার বিনিময়ে জান্নাত	১১৮
কুরআনের হিফযকারী জান্নাতি	১১৮
সূরা ইখলাস পড়ার বিনিময়ে জান্নাত	১১৯
আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের হেফাজতকারী জান্নাতি	১২০
বাজারে প্রবেশের দু'আ পড়লে জান্নাত	১২০

সকাল সন্ধ্যায় সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার পড়লে জান্নাত	১২১
বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশকারীর জন্য জান্নাত	১২৩
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পাঠে জান্নাত	১২৩
সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি পাঠে জান্নাত	১২৫
সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠে জান্নাত	১২৬
দু'টি অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে জান্নাত	১২৭
লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ পাঠে জান্নাত	১৩০
যারা উত্তমরূপে আমল করে তাদের জন্য জান্নাত	১৩১
পাপের কাজ হয়ে গেলে যারা ক্ষমা চেয়ে পাপ থেকে বিরত হয় তাদের জন্য জান্নাত	১৩১
খাঁটি তাওবার বিনিময়ে জান্নাত	১৩২
জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়	
ঈমান পরিশুদ্ধকারীদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৩৩
অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ দু'আ পাঠে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৩৫

ফজর ও আসরের সালাতের হেফাজতকারী কে জাহান্নাম থেকে মুক্ত রাখা হবে	১৩৬
যোহরের আগে ও পরে সুন্নত নামাজ আদায় কারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৩৭
৪০ দিন তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৩৮
ইসলামের মূল বিষয়গুলো মেনে চললে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৩৯
প্রতিদিন ৩৬০ বার তসবিহ তাহলীল পাঠে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৪১
প্রতিদিন জাহান্নাম থেকে তিনবার মুক্তি চাওয়াতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৪১
সাদাকার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৪২
সিয়াম পালনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	১৪৩
চোখের হেফাজতকারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৪৩
জিহাদকারী ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৪৪
সন্তানের মৃত্যুতে সবরকারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৪৪
মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১৪৬

কারো গীবত এর প্রতিবাদকরার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ১৪৬

গোলাম আজাদ করার বিনিময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি ১৪৭

যাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে

শহীদদের মর্যাদা এবং যাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে ১৪৮

পাঁচটি কাজ করলে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে ১৪৯

সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী শহীদের মর্যাদা পাবেন ১৪৯

সুন্নতের অনুসারী ব্যক্তি ৫০ জন শহীদের সাওয়াব পাবেন ১৪৯

আন্তরিকভাবে শহীদের মর্যাদা চাইলে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে ১৫০

কিছু বিশেষ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবে ১৫১

যেই আমলগুলোকে জিহাদের অনুরুপ বলা হয়েছে

মহামারী এলাকায় সবর করে তাকদির মেনে অবস্থান করলে শহীদের মর্যাদা পাবে ১৫৪

মসজিদে শিখতে ও শিখাতে গেলে জিহাদের সাওয়াব ১৫৫

বিধবা ও মিসকিনদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জিহাদকারীর অনুরুপ	১৫৬
সততার সাথে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি জিহাদকারীর অনুরুপ	১৫৬
নিজের জন্য, পিতা মাতার জন্য, ছেলে মেয়ের জন্য রুযি সন্ধানকারী জিহাদকারীর অনুরুপ	১৫৭
পিতামাতার সেবা জিহাদের অনুরুপ	১৫৮
মনের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াইকারী ব্যক্তি জিহাদকারীর অনুরুপ	১৫৮
স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা জিহাদের অনুরুপ	১৫৯

যাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগন ঈর্ষা করবেন

আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভালোবাসে	১৬০
যিকিরের মজলিসে যারা বসে	১৬০

কবরের আযাব থেকে বাঁচার উপায়

প্রতিরাতে সূরা মূলক পাঠকারী কবরের আযাব থেকে মুক্ত	১৬৩
অধিক যিকিরকারী কবরের আজাব থেকে মুক্ত	১৬৪

দানকারী কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবেন ১৬৫

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ যাদেরকে বিশেষ ছায়াতলে রাখবেন

দানকারী ব্যক্তি বিশেষ ছায়াতলে থাকবে ১৬৬

ঋণগ্রহীতাকে সময় দেওয়া ব্যক্তি আরশের ছায়ায় থাকবে ১৬৬

সাত শ্রেণীর ব্যক্তি আরশের ছায়ায় থাকবে ১৬৭

যারা অবশ্যই রাসূল ﷺ এর সুপারিশ পাবে

একনিষ্ঠ চিত্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী রাসূল ﷺ এর সুপারিশ পাবে ১৬৯

আযানের দু'আ পাঠকারী রাসূল ﷺ এর সুপারিশ পাবে ১৭০

কুরআন ও সহীহ হাদিসে বর্ণিত গাপ মোচনকারী আমল

ইসলাম গ্রহণে পূর্বের সব গুনাহ মাফ ১৭১

সালাতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ ১৭৪

অযুর মাধ্যমে গুনাহ মাফ ১৭৪

বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে সালাত আদায় গুনাহ মাফ ১৮৪

মসজিদে সালাত আদায়ে পূর্বের গুনাহ মাফ ১৮৪

মুয়াজ্জিনের গুনাহ মাফ	১৮৫
ইমামের সাথে আমীন বলাতে গুনাহ মাফ	১৮৬
নীরবে জুম'আর খুৎবা শোনাতে গুনাহ মাফ	১৮৭
তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৮৭
দুই রাকাত সালাত আদায় করে ক্ষমা চাওয়াতে গুনাহ মাফ	১৮৮
সাজদাহ করার বিনিময়ে গুনাহ মাফ	১৮৮
সাদাকা বা দানের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৮৯
আরাফার সিয়াম পালনের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৯০
রমাযানের সিয়াম পালনের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৯২
রমাযানের রাতে ইবাদতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৯২
লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ	১৯২
বারবার উমরাহ করা গুনাহ মাফের মাধ্যম	১৯৩
হজ্জের মাধ্যমে গুনাহ মাফ।	১৯৩
হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শে গুনাহ মাফ।	১৯৪
যিকিরের মজলিসে বসার মাধ্যমে ক্ষমা লাভ	১৯৪

তাসবিহ তাহলিল পাঠে গুনাহ মাফ	১৯৭
খাওয়া ও পোশাক পড়ার পর দু'আ পাঠে গুনাহ মাফ	২০০
সালাতের পর তাসবিহ তাহলিল পাঠে গুনাহ মাফ।	২০১
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পাঠে গুনাহ মাফ	২০২
বিছানায় শুয়ে এই দু'আ পড়লে গুনাহ মাফ	২০৩
বিশেষ তাওবা পাঠে গুনাহ মাফ	২০৪
ফজর ও মাগরিব সালাতের পর বিশেষ দু'আ পাঠে গুনাহ মাফ	২০৫
দরুদ পাঠে গুনাহ মাফ	২০৬
সূরা মুলক পাঠে গুনাহ মাফ	২০৮
ঘুম ভেঙে গেলে এই দু'আ পড়লে গুনাহ মাফ	২০৮
মজলিস শেষের দু'আ পাঠে গুনাহ মাফ	২০৯
মুসাফাহা করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ	২১০
ক্রয় বিক্রয়ে সহজতা করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ	২১০
প্রাণিদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে গুনাহ মাফ	২১১
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোতে গুনাহ মাফ	২১২

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর মাধ্যমে গুনাহ মাফ	২১২
বিপদ আপদে পতিত হওয়ার পর সবর করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়	২১৩
সমঝোতাকারীর গুনাহ মাফ	২১৫
সালাম প্রদানের মাধ্যমে গুনাহ মাফ।	২১৬
শহীদ হওয়ার মাধ্যমে গুনাহ মাফ	২১৭
যার জানাযায় ১০০ মানুষ উপস্থিত হবে তাকে ক্ষমা করা হবে	২১৭
মাথার সাদা চুল না তুললে গুনাহ মাফ হয়	২১৭
বিক্রিত বস্তু ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমা লাভ	২১৯
কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা সগীরা গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন	২১৯
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে গুনাহ মাফ।	২২০
শরীয়তের শাস্তি বাস্তবায়িত হলে গুনাহ মাফ	২২০
সালাত, সিয়াম, সাদাকাসহ ইবাদতগুলো গুনাহের কাফফারা	২২১

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিল্লাহ, আম্মাবা'দ, ঈমানের পর আমল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনার পরেই নেক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন আর আমলের মাধ্যমেই গুনাহের পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী করতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসাবে কবুল করুন, আমিন।

বইটাতে জান্নাত লাভের ১৭০ টি আমল রয়েছে যা কুরআন এবং সহীহ হাদিস থেকে চয়ন করা আলহামদুলিল্লাহ। বইটা করতে প্রায় ১১ বছরে ৮০০ এর মত বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, যখনই এমন কোন হাদিস চোখের সামনে পেতাম যেই হাদিসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই এই আমল করলে জান্নাত তখনই সেই হাদিসটা টুকে নিতাম এবং পরে সেটার তাহক্বীক দেখে সহীহ নাকি যইফ নির্ণয় করে সহীহ হলেই কেবল সংগ্রহে রাখতাম। বইটার মাধ্যমে আল্লাহর কোন একজন বান্দার একটা আমলও যদি কবুল হয়ে জান্নাতে যেতে পারেন সেটা আমার জন্য হবে সবচেয়ে বড় পাওয়া। শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি (হাফি.) বইটার শারঈ সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা শাইখকে সহ এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই দুনিয়া আখিরাতে নিরাপত্তা দান করুন আর বইটাকে আমাদের সহ পাঠকদের সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন, - আমিন।

সম্পাদকের কথা

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিল্লাহ। 'জান্নাত লাভের ১৭০ আমল' বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পড়া আলহামদুলিল্লাহ, কেননা আমাকে এই দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিলো যেন আমি বইটির শারঈ সম্পাদনা করে দিই। বইটিতে জান্নাত লাভের এতগুলো আমল নিয়ে আসা হয়েছে তবুও আবার শুধুমাত্র সহীহ এবং হাসান হাদিসের মানদন্ডে যা সত্যিই বিস্ময়কর এবং খুবই উপকারী। যারা জান্নাত যেতে চায় তাদের আমল কেমন হওয়া উচিত, কোন কাজগুলো করলে তারা সহজেই জান্নাতে যেতে পারবে এমন অসংখ্য হাদিস এই বইতে রয়েছে। আমলকারীদের জন্য এটা অন্যতম সেরা একটা বই হবে আশা করছি ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন বইটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন, অসংখ্য মানুষকে বইটির মাধ্যমে জান্নাতের পথ দেখান আর আমাদেরকেও এই উসিলায় জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন, আমিন।

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী।
মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে কিছু কথা

প্রতিটি মুসলিমের সবচেয়ে বড় যেই চাওয়াটা থাকে তা হচ্ছে জান্নাত, জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহ তা'য়ালার দিদার লাভ। এই নিয়ামত পাওয়ার চেয়ে বড় কোনো নিয়ামত কোনো বান্দার জন্য অন্য কিছু হতে পারে না। জান্নাত এমন এক নিয়ামত যা বান্দার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিবে, সেখানে শুধু সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, মন যা চায় তাই পাওয়া, কোনো অতৃপ্তি নেই, কোনো অভাব নেই, কোনো অসুস্থতা নেই, কোনো বার্ধক্য নেই, নেই কোন মানবীয় ত্রুটি যা দুনিয়ায় থাকতে ছিলো। এই মহা সুখের জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে,

সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। - (সূরা যুখরুফ: ৬৮-৭৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝর্ণারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। [ইহকালে] প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। [এ প্রতিদান] তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহা সাফল্য। - (সূরা দুখান: ৫১-৫৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

আর তাদের উপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। - (সূরা আদ-দাহর: ১৯)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ

স্থায়ী জান্নাতসমূহ, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। - (সূরা রা'দ: ২৩)

وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ

তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না ডাগর চোখ বিশিষ্ট (হূরীগণ)। - (সূরা আস-সাফফাত: ৪৮)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। - (সূরা যুখরুফ: ৭১)

وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরাঘুরি করবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা। - (সূরা আত্ তূর: ২৪)

জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো,

أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার

সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" - (সূরা সাজদাহ: ১৭; সহীহ বুখারী: ৩২৪৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَتْغَوَّطُوْنَ آنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা [জান্নাতে] পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে [যাদের উচ্চতা হবে] ষাট হাত পর্যন্ত।" - (সহীহ বুখারী: ৩২৪৫)

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, "[জান্নাতে] তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।"

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أُرَاهُ ابْنُ أَبْجَرٍ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَثَلَ مَلِكٍ مِلْكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمَعَهُ.

মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসা স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতিদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতি কে হবে?' আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর [সর্বশেষে] আসবে। তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি কিভাবে [কোথায়] প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে?'

সে বলবে, 'প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট।' তারপর আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য [অর্থাৎ ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল]।' সে পঞ্চমবারে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি [ওতেই] সন্তুষ্ট।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ [রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল]। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে।' তখন সে বলবে, 'আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!' [মুসা] বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতি কারা

হবে?' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত করে দিয়েছি [যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়]। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।" - (সহীহ মুসলিম: ৩৫৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا، فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى. فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّي، أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ". فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে [বা বুকে ভর দিয়ে] চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ করো।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে।

তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।'

তখন আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ [পরিমাণ বিশাল জান্নাত]! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ [পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল]!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছো অথচ তুমি বাদশাহ [হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না]।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেলো। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতি।" - (সহীহ বুখারী: ৬৫৭১)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا. متفق عليه وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيضاً مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোনো আরওহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।' - (রিয়াদুস স্বা-লিহীন: ১৮৯৫ ☑ সহীহ)

এটিকেই আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বুখারী - মুসলিম সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, "একটি সওয়ার [অশ্বারোহী] তার ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।"

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ